প্রকাশকের কথা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কার্য্যকলাপ শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজ, স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের একটী উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও তার সেনাবাহিনীর নূতন ক'রে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। এই বইতে নেতাজীর বেতার বক্তৃতা, সংবাদপত্রের বিবৃতি প্রভৃতির সঙ্কলন করা হয়েছে। নেতাজীর এই সমস্ত বাণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। কারণ এগুলি ব্যক্তিগত জিনিস নয়। যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন, যিনি প্রবাসে থেকে স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট গঠন ক'রে কয়েকটী রাষ্ট্রের সহায়তায় পৃথিবীর দুইটী বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর বাণীর ভেতর দিয়ে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়েছে।

পৃথিবীর দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের মত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ করা সামরিক বিজ্ঞানের দিক থেকে একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা মনে হতে পারে, কিন্তু নেতাজীর বিশ্বাস ছিল যে, অক্ষ-শক্তি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাঁকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সহায়তা করবে এবং সে আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। তা ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লব ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। সেই সাধনায় অনুপ্রাণিত হ'য়েই একটা অনুকূল আবহাওয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গ'ড়ে উঠেছিল।

নেতাজী আজ বেঁচে আছেন কি নেই—এ প্রশ্নের একেবারে মীমাংসা হয়নি। কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধ দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও এই কামনাই করি যে, তিনি বেঁচে থাকুন।

তাঁর জন্মদিনে তাঁরই বাণী সম্বলিত এই পুস্তকখানি আমরা দেশবাসীর হাতে তুলে দিচ্ছি। কারণ এই বাণীগুলি ইতিহাসের এমন একটী মুহূর্ত্তে উদ্গীত হয়েছে, যে, সেই মুহূর্ত্তকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন। ইতিহাসে তা গ্রথিত হয়েছে, অঙ্কিত হয়েছে তা স্বাধীনতাকামীদের অন্তরে; আমরা তার প্রতিচ্ছবিটাই শুধু উপস্থিত করছি আপনাদের সামনে। আপনাদের সহযোগিতায় এ প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

২৩।১।৪৭ বিনীত